দৈনিক ইত্তেফাক
৫৫
তারিখ AUG. 0 9 1999
পৃঃ ৪ কলাম 7

নবম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস প্রসঙ্গে

উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত আমার ২১/০৭/৯৯ তারিখের পত্রখানি সম্পর্কে ঢাকার শান্তিবাগের আব্দুল মোমেন সাহেব গোস্বা করিয়া আরেকটি পত্র লিখিয়াছেন। যাহা ২৯/০৭/৯৯ তারিখে ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, ইংরেজীতে কথা বলা আর ড্রাফটিং করা এক বিষয় নয় এবং তিনি নাকি এমন বহু লোক দেখিয়াছেন যাহারা অনর্গল ইংরেজী বলেন, কিন্তু দুই-তিন লাইনের একটি ড্রাফট করিতে বসিলে একেবারে অসহায় হইয়া পড়েন। পত্রলেখককে বিনীতভাবে বলিতে চাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে হইলে উক্ত উভয় বিষয়েই পারদর্শী হইতে হয়। কেননা যাহারা বলা এবং লেখায় পারদর্শী হন তাহাদেরকে একই শিক্ষক শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তাহাছাড়া বিদ্যালয়ে এমন কোন সিস্টেম নাই যে, একই বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক শুধু বলিতে শিখাইবেন এবং অন্যজন লিখিতে শিখাইবেন। এখানে উভয় কাজ একজনকে সম্পন্ন করিতে হয় বিধায় একজন ইংরেজী শিক্ষকের উভয়দিকেই পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। আমি ইহাও বলিতে চাই যে, পত্রলেখক কি তাহার বলা এবং ড্রাফটিং করার কৌশলসমূহ আয়ত্ত করিবার জন্য কোন বিজ্ঞ শিক্ষকের শরণাপন্ন হন নাই? যদি হইয়া থাকেন তাহা হইলে চিন্তার প্রসারতা থাকিলে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজস্ব ভাবনার মধ্যেই পাইবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ইংরেজী শিখানোর জন্য চারটি ল্যাংগুয়েজ স্কিলের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। এইগুলি হইল লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং ও রাইটিং। এইগুলির প্রত্যেকটিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হয়। আমি শুধু এই কথাটিই বলিতে চাহিয়াছি। কেননা গ্রামারের নিয়ম-কানুনে বেশী কড়াকড়ি আরোপ করিলে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরা ইংরেজী বিষয়টির প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতে পারে। তাহাছাড়া ভাষ-শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। পত্রলেখক তাহার পত্রের আরেকটি জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামারের প্রয়োজন নাই। তবে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামারের প্রয়োজন আছে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ ডবল স্ট্যান্ডার্ড তিনি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন তাহা আমার বোধগম্য নহে। আর গ্রামার তো ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে না। ভাষা শিক্ষার মাধ্যম সেই ভাষার শব্দভান্ডার।

সবশেষে পত্রলেখক যে প্রশ্নটির অবতারণা করিয়াছেন। "আগেকার আমলের ম্যাট্রিক পাসের কাছে এখনকার এমএ পাস কিছু না"– এই প্রসঙ্গে বলিব, তাহা হইলে তো শিক্ষাবিদরা আগেকার শিক্ষা কারিকুলামটিকেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেন, নূতন কারিকুলাম তৈরী করিতে যাইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত না এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইত। কিন্তু বাস্তব কি তাহা বলে?

হাবিবুর রহমান,
সিনিয়র শিক্ষক,
জনতা উচ্চ বিদ্যালয়,
ফুলদী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।